স্বধর্ম্ম অনুষ্ঠানপূর্ব্বক প্রতিমাপূজা করিয়াও সর্ব্বভূতে দয়া উদয় না হইলে, সেই পূজাতে সিদ্ধিলাভ করিতে পারে না। ভগবান্ কপিলদেব ৩।২৯।২৬ শ্লোকে ইহাই বলিয়াছেন, যথা—

আত্মনশ্চ পরস্যাপি যঃ করোত্যন্তরোদরম্।
তস্য ভিন্নদৃশো মৃত্যুর্বিদধে ভয়মুল্বণম্॥

যে জন নিজের ও পরের উদরভেদে ভেদদৃষ্টি করে, কিন্তু সর্ব্বভূতে আমি বিদ্যমান আছি—এইরূপ দৃষ্টিতে আত্মসম দেখে না, সেইজন্য অন্যকে ক্ষুধার্ত্ত বা পিপাসু দেখিয়াও কেবল নিজের উদর প্রভৃতিকেই পোষণ করিয়া থাকে, অর্থাৎ অপরকে ক্ষুধার্ত্ত দেখিয়াও আহার না দিয়া কেবল নিজের উদরভরণ করে, সেই ভিন্নদৃষ্টি মানবের প্রতি আমি মৃত্যুমূর্ত্তিতে জন্ম-মরণস্বভাব সংসার বিধান করিয়া থাকি। অনন্তর ভগবান্ শ্রীকপিলদেবের উপদেশ যথা—

অথ মাং সর্ব্বভূতেষু ভূতাত্মানং কৃতালয়ম্।
অর্চ্চয়েদ্দানমানাভ্যাং মৈত্র্যাভিন্নেন চক্ষুষা॥

অতএব, অন্তর্য্যামী ভাবে সর্ব্বভূতে অবস্থিত আমাকে যথাযুক্ত যথাশক্তি দানে এবং দানে অসমর্থ হইলে কেবল সম্মানে মিত্রভাবে অভিন্নদৃষ্টিতে সর্ব্বপ্রাণীর সম্মান করিবে। এস্থলে মূলশ্লোকে 'অথ' শব্দটি হেত্বর্থবাচী, এই প্রকার ঋষিগণের প্রতি বৈকুণ্ঠদেবেরও উক্তি যথা—

যে মে তনুর্দ্বিজবরান্ দুহতীর্মদীয়া।
ভূতান্যলব্ধশরণানি চ ভেদবুদ্ধ্যা॥ ইত্যাদি

ঘোরতর পাপে নষ্টদৃষ্টি সর্পতুল্য কোপনস্বভাব যাহারা আমার অধিষ্ঠান-স্বরূপ ব্রাহ্মণগণকে এবং বিষ্ণুমূর্ত্তি সূর্য্য হইতে সমুৎপন্ন ধেনুগণকে ও নিরাশ্রয় প্রাণীবৃন্দকে ভেদবুদ্ধিতে দেখিয়া থাকে, তাহাদিগকে পাপীগণের দণ্ডকর্ত্তা যমের গৃধ্রতুল্য কিঙ্করগণ ক্রোধাবেশে চঞ্চুদ্বারা ভীষণ আঘাত করিয়া থাকে। ইত্যাদি প্রমাণে ভগবদধিষ্ঠানবোধে গো ব্রাহ্মণ নিরাশ্রয় প্রাণীমাত্রের অনাদরকারীর গুরুতর অপরাধজনিত যমদণ্ডের কথা বর্ণিত হইয়াছে; অথবা ভগবান্ কপিলদেব কর্তৃক কথিত—"মৈত্র্যাভিন্নেন চক্ষুষা" এইস্থানে ভিন্ন চক্ষুতে সম্মান করিবে। অর্থাৎ অন্যত্র—যেভাবে দৃষ্টি করা হয়, তাহা হইতে অতিবিলক্ষণ সর্ব্বোৎকৃষ্ট অর্থাৎ সম্মানজনক দৃষ্টিতে পূজা করিবে—এইরূপ অর্থই বুঝিতে হইবে। সেস্থানে সকল প্রাণীর সম্বন্ধে সাধারণভাবে অর্চ্চনের উপদেশ থাকিলেও সেই প্রাণীগণের মধ্যেও যাহার যেরূপ বৈশিষ্ট্য আছে, ভগবান্ কপিলদেব তাহাই দেখাইতেছেন—